প্র:এইটা কি মির্জাপুর ইউনিয়নের মধ্যে ?

উ:হে

প্র:আচ্ছা, হে সিফাত ভাইয়ের বয়স কত?

উ:আমার বয়স হচ্ছে ২০ ।

প্র:আচ্ছা পড়াশুনা কতদূর করছেন ?

উ:এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি ।

প্র:এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করছেন ?

উ: হে পাস করছি।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা তো ভাই এই যে পোল্ট্রির ব্যবসা করতেছেন কত দিন যাবৎ?

উ:আমি ব্যবসা করতেছি ধরেন যে দেড় মাস হইছে আর কি। এটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইম, ফার্স্টটাইম উঠায়ছিলাম বাচ্চা ।

প্র:ফার্স্টটার্ম কতটা তুলছিলেন ?

উ:ফার্স্টটাইমে ৩০০ বাচ্চা তুলছিলাম, তো ২২ টা বাচ্চা মারা গেছিল, নষ্ট হয়ছিলো । তো প্রথম প্রথম আমি কিছুই জানিনা। তো ডিলার যে ভাবে বলছে সেই ভাবে খাদ্য খাওয়াছি। তো ওই ভাবে আর কি জানিনা কিছু তো মারা গেছে ২২টা মারা গেছে। তার পরের গুলা এমনি সুস্থ্য ছিলো আর কি।

প্র:লাভ হয়ছিলো ?

উ:প্রথমত ৫ হাজার সব কিছু মিলায়া বাদদিয়া তো ৫ হাজার টাকা লাভ হয়ছিলো ।

প্র:এখন আপনার ফার্মে কতগুলা মুরগি আছে?

উ:এখন উঠাইছিলাম ৩২০ টা এখন আছে ৩১৬ টা ৪ টা মারা গিছে।

প্র:আচ্ছা ৪ টা তো মারা গেছে, কোন কারণ জানেন কিছু ?

উ:না ওই ভাবে কোন কারণ জানিনা, এই তো যখন বাচ্চা আনা হয় প্রথম দিন, ওই দিন মানে যে প্যকেটের মধ্যে মারা গেছিলো ১ টা মরা ছিলো , তো তার পরে পানি দেওয়ার সময় বাচ্চা পানির পাত্রের নিচে পরে একটা মারা গেছিলো , আর একটা এমনিতে মারা গেছিলো । তো কিছু দিন আগে ১৬ দিন বাচ্চার বয়স তখন একটা মারা গেছে। বাচ্চাটা ওই ওজন আসছিলো তিনপোয়া ,তো পরে ওইটা কাইটা দেখলাম পাছার মধ্যে পানি ধরছিলো এই জন্য মারা গেছে।

প্র: ও আচ্ছা আচ্ছা, এই ফার্মে মেইন দায়িত্বটা কি ? আপনি কি দায়িত্ব পালন করেন ? আপনি তো ওনার মালিক জানি, আপনি কি কি করেন একচুয়ালী?

উ:এই ফার্মে যাবতিয় খাদ্য দিতে হয় নিয়মিত,সময় মত পানি দিতে হয়, তার পর বাচ্চার পরিচর্যা করতে হয়। কোন সমস্যা আছে না কি সেই গুলা দেখতে হয়। তার পরে মনে করেন যে বাচ্চা কতটুকু খাদ্য খাইতেছে, কতটুকু বাড়তেছে, এগুলা আর কি সব কিছু মিলায়া করতে হয় আর কি।

প্র:আচ্ছা এই ব্যবসা থেকে আপনার লাভ আনুমানিক আয় আসে কত?

উ:আমি আসলে সঠিক জানিনা। তো এরকম শুনছি যে এগুলা যদি মারা না যায়, ঐভাবে যদি অসুখ বিসুখ না হয় আর কি এমনিতে ভালই লাভ হয়। মনে করেন যে পরিমানের চাইতে ব্যবসাটা চাইতে অনেক ভাল।

প্র:মাসিক ইনকাম হিসাব আপনি হিসাব করে দেখছেন কত আসে ?

উ:৩০০ বাচ্চা জন্য যদি অসুস্থ্য না হয় তাতে ১০ -১৫ হাজার টাকা লাভ আসতে পারে।

প্র:লাভ আসতে পারে। আচ্ছা আসলে আপনি যে হাস মুরগির মুরগির যে খাবার খাওয়ান, খাবারটা আসলে কোথাথেকে কিনে নিয়ে আছেন?

উ:আমি ওই ইয়া শহিদ মামা ডিলার আমার। ধল্যা উনার বাড়ি। ঐ জায়গা থেকে কিনে নিয়ে আসি।

প্র:আচ্ছা

উ:উনি দেয় আর কি সব।

প্র:আচ্ছা তো আপনি আপনার মুরগিগুলা যে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এজন্য একচুয়ালী কি করেন ?

উ:এই মুরগি ভাল থাকার জন্য আমর প্রতিদিন ২-৩, ২ বেলা করে ইয়া ভূসি গুলা যেই গুলা বিছায়া দেওয়া হয়ছে, ওই গুলা নাইড়া দেওয়া হয়, যাতে পোকামাকড় না ধরে। তারপরে ফার্মে চতুর দিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখি। এই গুলা করতে হয় আর কি।

প্র:আচছা একটু যোগ করি সেইটা হচ্ছে এই যে খাবার কেনেন হে এই মুহূতে কোন ফিড কিনতেছেন ?

উ:এখন আমি ফিড কিনতিছি বিশ্বাস।

প্র:বিশ্বাস, আচ্ছা বাজারে ধরেন অনেক গুলা কোম্পানি আছে সিপি আছে, কাজি আছে অনেক ধরনের কোম্পানির ফিড আছে হে তো এর মধ্যে থেকে বিশ্বাসের ফিডটা কেন নিচ্ছেন ?

উ:বিশ্বাসের ফিড হচ্ছে যে, বিশ্বাসের ফিড হচ্ছে যে ভাল। প্রথমত বিশ্বাসের ফিড মানে যে ঐই ভাবে প্রচলিত ছিলো না কিন্তু মানে যে প্রচলিত ইয়ে করার জন্য বাজার ভাল করার জন্য মানে যে যেন কেন মানে যে গুনগত মান বাড়িয়ে দিয়েছে আর কি।এতে মানে বাচ্চার ওজন ভাল আসে।

প্র:আপনি কিভাবে জানলেন যে বিশ্বাসের ফিড ভাল আপনি শুরু করছেন যেহেতু নতুন?

উ:হে নতুন, শুনছি আমার মামা ফার্ম আছে। উনার বাড়ি হচ্ছে আদাগ্রাম । উনি সাড়ে আটশত মুরগি উঠায় আর কি। তো উনি প্রথম থেকে মানে যে বিশ্বাস মানে যে বাচ্চা ওঠায় বিশ্বাস, পরে খাদ্য ও বিশ্বাসই আনে। তো মামা বলছে যে, বিশ্বাস ফিড গুলা অনেক ভাল।

প্র:তোআপনার এখানে বাচ্চা কোন কোম্পানীর ?

উ:এখন যে কোম্পনী হচ্ছে প্রভিটা কোম্পনী।

----------**(০৫:০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

প্র:প্রভিটা কোম্পনী। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে। আচ্ছা মুরগি গুলো যে নালন পালন করেন তার জন্য গুরুত্বপূর্ন সব চেয়ে কি মনে হয়? এটা কি ভাবে লালন পালন করলে ভাল হয়, আপনার কাছে কি মনে হয়?

উ:কি ভাবে লালন পালন করলে ভাল হয়।

প্র:মুরগি পালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটা মনে হয় ?

উ:মুরগি পালার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে

প্র:উনি আসলে, মানে খাবার আছে, মুরগিমুরগির কোয়ালিটি আছে, ওষুধ আছে, অনেক ধরনের বিষয় থাকে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটা ?মুরগির মানে ভাল ভাবে মুরগির বাড়ানো জন্য মুরগির পালার জন্য সব চেয়ে গুরুত্ব কোনটা মনে করেন ?

উ:সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে খাদ্যটা। হচ্ছে যে সব চাইতে খাদ্য আর পানিটা। পানির সাথে যে মেডিসিনটা মেশানো হয় এই দুইটা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

প্র:কি ধরনে মেডিসিন মেশানো হয় এর সাথে ?

উ:কি ধরণের মেডিসিন মানে যে প্রথমে যে মেডিসিন যখন বাচ্চা আনা হয় স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য গ্লুকোজ দেওয়া হয় প্রথম ৮ ঘন্টা।

প্র: আচ্ছা গ্লুকোজ?

উ: হে, তার পরের ৮ ঘন্টা একটা ওষুধ দেওয়া হয় তার নামটা আসলে মনে নাই। তার পরে

প্র:এটা কি নাড় শুকানোর জন্য দিতে হয় না কি ?

উ:না প্রথমে না শুকানো জন্য না , তার পরে ২৪ ঘন্টা যাওয়ার পর তার পর না শুকানো ওষুধটা হচ্ছে থায়োবিন দেওয়া হয়, তার পরে এড্রোসিন দেওয়া হয়, তার পরে মানে যে টু প্লাস একটা ওষুধ আছে স্কয়ার কোম্পাপনীর ওইটা হচ্ছে যে, বাচ্চার যেন্য ক্ষতি না হয় আর কি, মানে যে অসুস্থ্য না হয় এর জন্য অগ্রীম পদক্ষেপ নেওয়া আর কি।

প্র:আচ্ছা অগ্রীম দেওয়া ।

উ:১-৪ দিন আর কি। নাড় শুকানোর জন্য থায়োবিন এটাও হইত ব্যবহার করা হয়। এরকম

প্র:আচ্ছা আসলে আপনি যখন মুরগির খাবার খাওয়ান কোন ধরণের খাবার খাওয়ান একচুয়ালী মানে ইয়েতে, কিসের প্রতি প্রধান্য দেন ? খাবার খাওয়ানো সময় কোন দিকটার প্রতি গুরুত্ব দেন?

উ:কোন দিকটার প্রতি গুরুত্ব দিই।

প্র:খাবার তো একেবারে রেডিমেট ফিড তাই না?

উ:হু

প্র:তো এই ফিডের মধ্যে আপনি বলেন আপনি শুনছেন যে বিশ্বাস সব চাইতে ভালো,এর জন্য এইটা খাওয়ান। তো এছাড়া কোন বিষয়গুলো মানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। খাবার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে?

উ:খাওয়ানোর ক্ষেত্রে ফিড ভালো তার পরে মনে করেন

প্র:খাবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে হে বিশ্বাস প্রভিটা অনেক গুলা। আপনি বললেন যে , বিশ্বাস আপনার মামার কাছ থেকে শুনছেন ভাল

উ:হে ভালঅন্যগুলা তো ইয়া করি নাই আর কি ওই ভাবে জানিনা আর কি। কিরাম কি ইয়া দেয় আর কি।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা তো

উ:সুযোগ সুবিধা দেয়

প্র:ওটা আর কি আরেকজনের কাছ থেকে শুনছেন বলেভাল মনে হচ্ছে নাকি।নাকি কখনও মনে হয় এই ফিডটার দাম কম এটা খাওয়ায় তাহলে খরচ কমবে অথবা এই ফিডটা সবাই বলতেছে ভাল এটা খাওয়ায় অথবা ধরেন মুরগি এটাতে শুনতেছি দ্রুত বাড়ে। এরকম কোন বিষয়গুলো কাজ করে ?

উ:কোন বিষয় গুলো হচ্ছে যে, বিশ্বাস ফিড গুলার দাম কম। বস্তার সবচাইতে কমরট। তার পরে হচ্ছে যে এগুলা বস্তা

প্র:কত করে রেট?

উ:২১৬০ টাকা করে নেয়।

প্র:আর অন্য বস্তা কত করে নেয় ?

উ:অন্য বস্তা ২২০০ টাকা। আরো বেশিও আছে।

প্র:তাহলে প্রাইজ একটু কম আর ?

উ:হু তার পরে মনে করেন যে দ্রুত বাড়ে।

প্র:শুনছেন যে সবার কাছে দ্রুত বাড়ে ?

উ:শুনছি তার পরে নিজেও প্রমান পায়তেছি।

প্র:আচ্ছা আগরে বার বাচ্চাগুলোর ওজন কতটুকু হয়ছিলো ?

উ:আগের বার বাচ্চাগুলোর ওজন হয়ছিলো যে এভারেজে ১ কেজি ৯০০ গ্রাম আসছিলো ।

প্র: ১ কেজি ৯০০ গ্রাম আসছিলো , তো বেশ ভাল আসছিলো । কতদিন বয়স হয়ছিলো ?

উ:৩৩-৩৪ দিন। প্রথমত আমি বুঝতে পারি নাই, আরো কম বয়সে আসা উচিত ছিলো । ওই ভাবে বুঝতে পারি নাই কি ভাবে খাদ্য দিতে হয়। আস্তে আস্তে শিখতেছি সেই জন্য আর কি।

প্র:আচ্ছা এই যে খাবার খাওয়াছেন খাবারের সাথে আলাদা কোন সম্পূরক খাবার দিতে হচ্ছে ?

উ:না না

প্র:সম্পূরক খাবার মানে অনেকে অনেক পাউডার ব্যবহার করে। মিক্স করে দেয় খাবারের সাথে। এডিটিভ দেয়।

উ:না না, এই গুলা কিছুই খাওয়ানো হয় নি।

প্র:শুধু ফিড দিচ্ছেন?

উ:ফিড।

প্র:আর পানির সাথে কি দিচ্ছেন ?

উ:পানির সাথে মেডিসিন গুলা দিচ্ছি।

প্র:মেডিসিন গুলার নামটাম বলতে পারবেন ?

উ:১-৩ দিনের মধ্যে যেমন থায়োবিন, এন্ড্রোসিন, তার পর টু প্লাস। তার পরে ৫-৮ দিনের মধ্যে

প্র:এন্ড্রোসিন টা আসলে কিসের জন্য দেওয়া হয় ?

উ:এন্ড্রোসিন

প্র:হু

উ:এন্ড্রোসিন এতো টুকু সঠিক জানিনা আমি, মানে যে এভাবে ইয়ে করা হয় নাই।

প্র:এন্ড্রোসিন দিতে হবে এটা জানলেন কোথা থেকে ?

উ:ডিলার বলেছে।

প্র:শহিদ ভাই বলেছে?

উ:শহিদ ভাই বলেছে, আর আমার মামার ফার্মে এর আগের তারিখে অসুখ আসছিলো।অসুস্থ্য হয়েছিলো বাচ্চা। তো বার দিন বয়সের পর থেকে ঠান্ডা লাগছিলো মানে যে ৩-৪ টা রোগে ধরছিলো , নাম গুলা মনেনাই। এই জন্য মানে যে শহিদ মামার ফার্মে আমার ফার্মে ৫ দিন আগে বাচ্চা উঠিয়েছে পরে প্রভিটা ডাক্তারের কাছ থেকে পরে সব কিছু শুইনা তারপরে ঔষধ খাওয়ায় আর কি। পরে মামারে বলছি কি ভাবে ওষুধ খাওয়ান আমি তো সঠিক জানি না, নতুন ফার্মে আমার যেহেতু তে আপনি যে ভাবে ওষুধ খাওয়াতেছেন, ওষুধ গুলা দিতেছেন আমাকে ওষুধগুলা সাজায়া দিয়েন আমি খাওয়াব। ইনশাআল্লাহ সফল হতে পারব আর কি।

----------(১০:১২ মিনিট সম্পন্ন)----------

প্র:আচ্ছা তখন সে বলছে যে এন্ড্রোসিন খাওয়াতে তিন দিনের মধ্যে?

উঃ হে হে এন্ড্রোসিন খাওয়াতে।

প্র:আচ্ছা এছাড়া তিন থেকে ছয় দিন বয়স অনুযায়ী আর কি কি ওষুধ খাওয়ান বলেন তো?

উ:ওষুধ খাওয়ানো হয় ১০ -১২ দিনের পরে থেকে ওজন যদি ভাল আছে দেখা যায় তখন জিংক খাওয়াইতারপরে ক্যালসিয়াম ওষুধ ক্যালজিমেক্স ডি, তার পরে রেনাসি দুপুর বেলা গরম পড়ে রোদ উঠে তো শরীর চাঙ্গা রাখার জন্য সুস্থ্য রাখার জন্য একদিন গ্লুকোজ খাওয়ানো হয় আর একদিন রেনাসি খাওয়াই।

প্র:রেনাসি?

উ:হে

প্র:আচ্ছা রেনাসি, রেনাসিটা কেন খাওয়ানো হয় ?

উ:রেনাসিটা খাওয়ানো হয় যে শরীর স্বাস্থ্য টা ভালো রাখার জন্য। দুপুর বেলা অনেক ক্লান্ত হয়ে যায় মুরগিগুলা দুপুর বেলা বেশির ভাগ সময় ঘুম পাড়ে। শরীরটা চাঙ্গা রাখার জন্য দুপুর বেলা অনেক সময় রোদের মধ্যে ঘুম পাড়লে তো অনেক সময় ষ্ট্রোকও করে ফেলে। তো এটা খাওয়ালে শরীর টা চাঙ্গা থাকে, ষ্ট্রোক করার ভয়টা কম থাকে।

প্র: ষ্ট্রোক করার ভয়টা কম থাকে ?

উ:হু

প্র: তো সুস্থ্য রাখার জন্য বলতেছেন যে সুস্থ্য রাখার জন্য বিভিন্ন রকমের ওষুধ দেন ?

উ:হে সুস্থ্য রাখার জন্য অগ্রীম পদক্ষেপ।

প্র:আচ্ছা ওষুধগুলো তো অগ্রিম দিয়ে রাখেন অসুখ ধরলেন যে দেন এরকম নাকি?

উ:একেক সময়অনেক সময় ওষুধগুলো অগ্রীমও দিয়ে ফেলি আর কি।

প্র:ওষুধ গুলা অগ্রীম দিয়ে ফেলেন ?

উ: যেমনএই ৫-৬ দিন আমার বাচ্চাটার বয়স আমি ভাবলাম যে হয়ত ঠান্ডা লাগতে পারে, সেই জন্য ওষুধ দুইটা ওষুধ দেওয়া হয়।

প্র:তখন তো আপনি ঠান্ডার কোন উপসর্গ দেখেন নাই না কি। কিন্তু অনুমান করছেন যে লাগতে পারে ?

উ:হে লাগতে পারে এই জন্য মানে একবেলা ট্রাইলোডিক্স আর রেসপেরণ ।

প্র:রেসপেরণ আর ট্রাইলোডিক্স এই গুলা আগে থেকে দিয়ে দিছেন ?

উ:মানে এক বেলা খাওয়ায়া দিয়েছি আর কি। দুপুর বেলা খাওয়া দিয়েছি।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা, তো এছাড়া আর কি করেনমুরগি সুস্থ্য রাখার জন্য

উ: এছাড়া আর কিছুই করি নাহ। মুরগি সুস্থ্য রাখার জন্য ফার্ম পরিচর্যা করি। তার পরে মনে করেন যে গুলা বিছায়া দিয়া হয়েছে ভুসি গুলা বিছায়া দেওয়া হয়েছে ,ওই গুড়া যদি দুই থেকে তিন বার করে দিনে যদি নাড়া দেওয়া হয় তো জায়গা টা নরম থাকে নরম থাকলে বাচ্চারগ্রোথ আসে ভালো।

প্র:আচ্ছা নরম থাকে না শুকানো জন্যবা শুকনা রাখার জন্য ?

উ:শুকনা রাখার জন্য এমন কি নরম থাকে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা

উ:বিছানাটা নরম থাকে।

প্র:বিছানাটা নরম থাকে।

উ:নরম থাকলে ও যে ওজন বেশি আসে। তাড়া তাড়ি ওজনটা আসে আর কি।

প্র:তো এই যে আশে পাশে আরো ফার্ম আছে দুই চারটা?

উ:না আমাদের এলাকয় ফার্ম নাই। একটা ছিলো ঐ পাশে পিটিছির ঐ পাশে আছিলো , তো এখন বন্ধ আছে। ফার্মটা অনেক বড় আছিলো । তো ৬ মাস বা ১ বছর ধরে বন্ধ আছে আর কি।

প্র:তো কখনো এরকম কি শুনছেন যে অনেকের মুরগিটুরগী মারা যাচ্ছে বা মহামারী আকার ধারণ করছে ?

উ:হে যেহেতু আমার মামার ফার্মে গত ব্যাচে তিনশ মুরগিসাড়ে আটশ বাচ্চা ওঠায় ছিলো , প্রথমত ঠান্ডা লাগছিলো তার পরে ইয়া কি যেন বলে ই ধরছিলো আর কি। মানে যে তাপটা যে দিছিলো , ৪- ৫ দিন তাপ দেওয়া হয় ।

প্র: উপর থেকে ব্রুডার দিয়ে যে তাপ দেওয়া হয়

উ: হে ব্রুডার দিয়ে যে তাপ দেওয়া হয় তো তাপটা বেশি ভাল হয়ছিলো না তো বাচ্চার ওজন ভাল আসছিলো কিন্তু ১২ দিন বয়সের পর থেকে হঠাৎ করে ভাল বাচ্চা মারা যায়।

প্র:কতটা মরে গেছে আটশর মধ্যে?

উ:আটশর মধ্যে প্রথমত ২৫০ মারা গিয়েছিলো।

প্র: আড়াইশ

উ: হে আড়াইশ বাচ্চা মারা গেছিলো, তার পর আবার ওইটা সারতে সারতে মানে যে বিশ দিন লাগছিলো আর কি। ওষুধ খাওয়ায় বিশ দিন লাগছিলো তার পর আবার বাচ্চার বয়স ২৬-২৭ দিন এভারেজ ওজন আসছিলো মুরগির হচ্ছে যে এক কেজি চারশ আর কি। তখন আবার গাম্বুরুরোগে ধরছিলো আর কি।

প্র:তখন আবার কত মারা গিয়েছিলো ?

উ:গাম্বুরু রোগে ধরছিলো। দুপুর বেলামুরগি ভাল খাদ্য দিয়ে আসছে পানি দিয়ে আসছে তো সন্ধার সময় যায়া দেখে বিকেল বেলা চারটা পাঁচটার দিকে যেয়ে দেখে আট দশটা মরে আছে। তো ওই ভাবে ফোন দিয়ে বলল ভাগ্নে এরকম অবস্থা,আচ্ছা আমি ওষুধ নিয়ে দিতেছি। ওষুধ নিয়ে দিয়েছি তার পরে সারা রাত মরছিলো ত্রিশটা থেকে পয়ত্রিশটা। তার পরের দিন আর কি সব মুরগি ছাড়ায় ফেলছিলো ।

প্র:সব মুরগি ছাড়া মানে বিক্রি করে দিয়েছিলো ?

উ:বিক্রি করে দিয়েছিলোআর কি।

প্র:এক কেজি চারশ গ্রামের ?

উ:হে এক কেজি চারশ গ্রামের ।গাম্বুরু রোগটা এমন যে ফার্ম একদম

প্র:ধ্বংস করে দিয়ে যায় ?

উ: হে ধ্বংস করে দিয়ে যায়। ভাল বাচ্চার নষ্ট করে দিয়ে যায়।

প্র:তোএরাকম উনার ওখানে দেখলেন তখন আপনি আপনার নিজের ফার্মে কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কি?

উ:না আমার ফার্মে ওই ধরনের কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

প্র:মানে যখন শুনলেন আশে পাশে শুনলেন যে এরাকম হচ্ছে যে গাম্বুরু, গাম্বুরু হয়ে মারা যাচ্ছে অথবা ঠান্ডায় মারা যাচ্ছে। আপনার মামার ওখানে দেখলেন যে অনেক আড়াইশ মুরগি মারা গেছে তখন আপনার নিজের মুরগি কে বাঁচানোর জন্য ওই মুহূর্তে কোন কিছু কি করছেন ?

উ:না ঐ মুহূতে কোন কিছু করি নাই কারণ আমি শুনছি আমার মামা বলছে যে নতুন ব্যাচ তো নতুন ফার্ম তো দুই ব্যাচ পযর্ন্ত কোন কিছু করতে হয় না । সমস্যা দেখা দেয়না আর কি। ব্যকটেরিয়া ধরে না। তো তারপর থেকে এই প্রতি ব্যাচের জন্য তিনটা করে ভ্যাকসিন দেওয়া হয় আর কি।

----------**(১৫:১০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

প্র:আচ্ছা কেন প্রথমদিকে ধরে না পরে ধরে কেন?

উ:প্রথমে ধরে না ফার্মটা শুদ্ধ থাকে বিশুদ্ধ থাকে।

প্র:পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে

উ:পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

প্র:আচছা আচ্ছা

উ:ধরা খাওয়ার কম থাকে আর কি। অসুস্থ্য হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে আর কি।

প্র:তার পর দুই তিন ব্যাচ পর থেকে কি হয়?

উ:দুই ব্যাচের পর থেকে তার পরে ভ্যাকসিন দিতে হয় আর কি। যাতে বাচ্চার কোন সমস্যা না হয় আর কি।

প্র:ভ্যাকসিন গুলো কি আপনি দিচ্ছেন এই পযর্ন্ত ?

উ:না এখন পর্যন্ত আমি দেই নাই। মামা দিছে প্রথম ভ্যাকসিন পাঁচ দিনের সময় একটা দেওয়া হয় রানিক্ষেত ভ্যাকসিন, দশ দিনের সময় আরেকটা ভ্যাকসিন দেওয়া হয় নামটা জানিনা। তো বিশ দিনের সময় আরেকটা ভ্যাকসিন দিতে হয় যেটা মামা দিয়েছিলো না আর কি। ঠান্ডা লাগার কারণে গাম্বুরু রোগের ভ্যাকসিনটা দেয়া হয় নাই। গাম্বুরু রোগের ভ্যাকসিনটা না দেওয়ার কারন ২৭-২৮ দিনের মধ্যে আর কি গাম্বুরু রোগে আক্রান্ত হয়।

প্র:এই ভ্যাকসিন গুলা পানিতে মিশায় দিতে হয় ?

উ:না এই গুলা চোখের মধ্যে চোখে দিতে হয়।

প্র:চোখে দিতে হয়। মুরগী ধরে ধরে চোখে দিতে হয় ?

উ:জি

প্র:এতো মুরগি ধরে ধরে চোখে দেওয়া কঠিন কাজ না ?

উ:এই মানে যে ই হয়ছে আর কি যে চোখে দিতে হয়।

প্র:তো আপনি তাহলে এখন পযর্ন্ত ভ্যাকসিন শুরু করেন নাই না ?

উ:না সামনের ব্যাচ থেকে শুরু করব। এই ব্যাচটা ইয়ে করলে বিক্রয় করে ফেললে তার পর উঠাব তার পর থেকে দিতে হবে আর কি।

প্র:আল্লাহ না করুক আশে পাশে দেখেন যে এখানে শুরু হচ্ছে মহামারী আপনার এখানে যদি খেয়াল করেন যে মুরগি মারা যাচ্ছে তখন আপনি কি ব্যবস্থা নিবেন ?

উ:কি ব্যবস্থা বলতে কিভাবে ওষুধ রোগ প্রতিরোধ করা যায় আর কি। রোগটারে দমন করা যায় সেই ভাবে ওষুধ খাওয়াতে হবে।

প্র:কি কোথা থেকে কি করবেন বা জানবেন কোথা থেকে বা কি ?

উ:জানব যে আমার ডিলার। শহিদ মামা উনার কাছে ফোন দিতে হবে। এখন উনিতো শুধু ডিলার উনি তো আর ডাক্তার না। তো প্রভিটা ফিডের বাচ্চা যে দেয় উনার নাম্বার আছে, ওই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ কয়রা তার পরে

প্র:ডাক্তারকে কি ফোন বলতে হয় নাকিমুরগি দেখাতে হয় ?

উ:নামুরগি দেখাতে হয় না। তো যদি খুব সমস্যা হয় তাহলে হচ্ছে যে কালিয়াকৈরের ওই পাশে একটা

প্র:পশু সম্পদ অফিস আছে

উ:হে অফিস আছে ওই জাগায় যায়া

প্র: আপনি গেছিলেন কখনো?

উ:আমি গেছিলোম আর কি। আমি মামার ফার্মে সমস্যার কারনে ১৩ দিনের দিন আমি সাথে গেছিলাম যেয়ে দেখে আসছি।

প্র:তোবিক্রি করার আগে কোন কিছু কি করতে হয়মুরগির ?

উ:না

প্র:বিক্রি করার একদম বিক্রি করার আগের দিন পযর্ন্ত ওষুধ গুলো কি চলতে থাকে নাকি ?

উ: হে আগের দিন পযর্ন্ত থাকে।

প্র:একদম তোলার পর থেকে শুরু হয় আর বিক্রি করার আগ পযর্ন্ত পুরা সময়টা কি ওষুধ দিয়ে রাখতে হয়।

উ:পুরু সময় এর মধ্যে হচ্ছে যে যেমন পাচ দিন সাত দিন পর পর সাদা পানি খাওয়াতে হয় ২৪ ঘন্টা।

প্র:মানে পাঁচ দিন সাত দিন পর পর সাদা পানি দিতে হয় আর অন্য সময় ওষুধ মিশিয়ে দিতে হয় ?

উ:হু ওষুধ মিশায়া মিশায়া দিতে হয়।

প্র:তাহলে সাদা পানি কম খাওযানো হয় ওষুধ মেশানো পানি বেশি খাওয়ানো হয়।

উ হে বেশি দিতে হয়।

প্র:আচ্ছা এতো কিছু দিন আগে বর্ষা কাল ছিলো বৃষ্টি বাদল ছিলো অনেক পরিচর্যা যে ভাবে করছেন আর এখন ধরেন তুলনা মূলক ভাবে বৃষ্টি কম হচ্ছে এই দুই সময়ের মধ্যে পার্থক্য ছিলো কোন ?

উ:হে পার্থক্য তো ছিলোই । ধরেন যে বৃষ্টি যদি বেশি হইত ফার্মে মানে যে গ্যাসটা বেশি হইত।

প্র:গ্যাস বেশি হইত পর্দা ফেলে রাখার জন্য?

উ:পর্দা ফেলে রাখতে হত। তার পরে ইয়া কি যেন বলে বাচ্চা ইয়ে করতে পারত না বেশি নড়াচড়া কম করত। নিচ থেকে বর্ষা কাল তো নিচ থেকে ঠান্ডা পানি উঠত আর কি।

প্র:মানে ফ্লোর স্যাঁত স্যাঁতে হয়ে যেত ?

উ:স্যাঁত স্যাঁতে হয়ে যেত আর কি।

প্র:আচ্ছা তখন কি আরো ঝুকি পূর্ন হয়ে যেত ?

উ:হে তখন ঝুকিপূর্ণ ছিলো। তার পরে মনে করেন যে ইয়া দুই তিন দিন পর পর ভূসি পাল্টায়ে দিতে হত।

প্র:ভুসি কি একেবারে তুলে আবার নতুন ভুসি দিতে হত?

উ:হে নতুন ভূসি মানে যে যে ভূসি গুলা ভিজে গেছে ওই ভূসি গুলা উঠায়া তার পরে রোদে শুকাদিতাম তার পরে তিন চারদিন পরে আবার নতুন করেদিতাম।

প্র:আচ্ছা এটা তো পারিচর্যা গত কিছু ইয়ে বললেন। ওষুধের ক্ষেত্রে কি এই দুই সময়ের কোন পার্থক্য আছে। ওই সময়ে বেশি ওষুধ লাগা বা এখন বেশি ওষুধ লাগা বা সিজনাল কিছু ?

উ:না না ওভাবে না।

প্র:ও ই সময় বেশি ওষুধ লাগছে না এখন বেশি ওষুধ লাগছে এরাকম ?

উ:সমানই লাগতেছে।

প্র:একই রকম ?

উ: একই রকম লাগতেছে।

প্র:আচ্ছা এই যে হাস মুরগি পালন করেন যে আপনার পুরা একটা ব্যাচ পালার সময় কি কি ধরনের ময়লা আবর্জনা এখান থেকে তৈরী হয় ?

উ:পুরা একটা ব্যাচ পালার সময়

প্র:হু।

উ:কি কি ধরনের ময়লা। ময়লা গুলা হচ্ছে যে ফার্মে হচ্ছে যে ভূসি তার পরে তুস এই ধরনের ময়লা হয়।

প্র:আচ্ছা এক ব্যাচ যখন শেষ হয়ে যায় তখন ভূসি গুলা কি রাইখা দেন না কি ?

উ:না না ওই গুলা হয় পুড়ায়া ফেলি না হয় ফালায়া দিই।

প্র:ফালায়া দিলে কোথায় ফালায়া দেন ?

উ:ফালায় দিলে পুকুরে ফালাই দিয়।

প্র:ওটা কি মাছ খায় নাকি ?

উ:না মাছ খায় না।

প্র:তাহলে পুকুরে ফেলান যে ?

উ: পুকুরে ফেলায়া দিই যাতে কোন গন্ধ না হয়।

প্র:গন্ধ না হয় এই জন্য ?

উ:পরিবেশ দূষিত না হয় এই জন্য।

প্র:ওই গুলা শুকনা জায়গায়ফেললে কি আপনার পরিবেশ দূষিত হত ?

----------**(২০:০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

উ:ওইটা শুকনা জায়গাই ফেললে বৃষ্টি বাদলের দিন বাংলাদেশে তো অনেক প্রায় বৃষ্টি হয়। তো বৃষ্টিতে ভিজে অনেক দূর্গন্ধ হয়।

প্র:দূর্গন্ধ হইত। তো পুকুরে ফেলেন কি আপনার বাড়ির সামনে এটা না কোথায় ?

উ:আমার বাড়ির পাশে আর কি। ওই পাশে

প্র:ওই পাশে পুকুর আছে ও আচ্ছা ।

উ:পশ্চিম পাশে।

প্র:আচ্ছা তো এছাড়া আর কোন ময়লা হয় না। তো এক ব্যাচ যখন শেষ হয় তখন সব তুলে ফেলায় দেন। তার পর পরবর্তী ব্যাচের আগে কি করেন ? ঘরে কি কোন ভাবে কোন কিছু করতে হয় ?

উ:ঘর একদম পরিস্কার করে ফেলি । একটু ময়লা রাখিনা।

প্র:পরিস্কার করেন কি ভাবে পরিস্কার করেন ?

উ:পরিস্কার করি মানে পানি দিয়ে তার পরে যে ময়লা গুলা আটকায় থাকে ওই গুলা ঘসে একদম উঠায়া দিই।

প্র:কি দিয়ে ঘসেন ?

উ:ওই কি যেন বলে ব্রাশ আছে না ব্রাশ দিয়ে ঘসি আর কি।

প্র:ব্রাশ দিয়ে কোন ওষুধ বা অন্যকিছু দিতে হয় ?

উ:ব্রাশ দিয়ে ঘসে পরবর্তীতে ওষুধ দিয়ে দিই।

প্র:কি ওষুধ দেন ?

উ:ওটা এখনো আমি দেই নাইনতুন ফার্ম। শুনছিযে ওষুধ দিতে হয় আর কি।

প্র:চুন টুন এরকম কিছু দিতে হয় না কি ?

উ:এটা পরিস্কার করে বাহির কয়রা তার পরে ফার্মটা শুকাতে হয়। ৪- ৫ দিন শুকালে একটু ভাল হয় মানে ব্যকটেরিয়াটা মারা যায়। মারা যাওয়ার পর ৪- ৫ দিন পরে চুন দিতে হয়।

প্র:চুন কি আপনি দিছিলেন?

উ:হে দিছিলাম।

প্র:দিয়ে তার পরে কি নতুন তুস দিয়ে বিছায়ে দেন ?

উ:চুন দেওয়ার ৫-৭ দিন শুকায়তে হয়। মানে কি বাচ্চাটা যখন বিক্রিয় করি ফেলি তার পর ১০- ১২ দিন ফার্ম টাকে গ্যাপ রাখি, সময় লাগায় তাহলে ব্যকটেরিয়া কম ধরে। তো ঝুকিটা কম থাকে আর কি।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা সাথে সাথে তোলার থেকে কিছুটা ওয়েট করাটা ভাল ?

উ:ওয়েট করলে মানে যে বাচ্চাগুলা সমস্যা হয় না আর কি রোগ ধরে না ।

প্র:আচ্ছা ইয়ে হয় আর কি ?

উ:ঘরটা একদম ব্যকটেরিয় মুক্ত হয়ে যায় আর কি তার পরে উঠালে যে সমস্ত রোগ রানিক্ষেত গাম্বুরু ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায় আর কি।

প্র:আচ্ছা মুরগি যখন একটা দুইটা অসুস্থ্য অসুস্থ্য ভাব দেখেন তখন ওইটা তখন ওই খানে থাকে না কি আলাদা করতে হয় ?

উ:ওই খানে রাখি তবে সবগুলার ওষুধ খাওয়ায় দিতে হয়।

প্র:আচ্ছা একটা কে অসুস্থ্য দেখলে সব গুলাকে ওষুধ দিতে হয় ?

উ:সব গুলাকে ওষুধ দিয়ে দিতে হয়।

প্র: আচ্ছা কখনো কি এরাকম হয়ছে যখন একটা মুরগি মরে যায়তেছে আপনি মরে যাওয়ার চান্স আছে এরাকম দেখে আলাদা করছে বা ওটা জবাই করে খেয়ে ফেলছেন ?

উ:না এরাকম হয় নাই । তবে গত ব্যাচে চার থেকে পাঁচটা মুরগিপাছায় পানি ধরছিলো তখন খাইয়া ফেলছিলাম আর কি।

প্র:জবাই করে ফেলছিলেন ?

উ:জবাই করে ফেলছিলাম।

প্র:কত দিন বয়স হয়েছিলো ওই গুলোর ?

উ:তখন বয়স ছিলোদশ থেকে বার দিন।

প্র:দশ থেকে বার দিন। কতটুকু ওজন হবে তখন ?

উ:তখন একপোয়া হইত একপোয়া তিনশগ্রাম এরাকম করে হইত আর কি ।

প্র:ওগুলা কে জবাই করে খেয়ে ফেলছেন ?

উঃ হ্যা

প্র:ওইযে জবাই করে খাওয়ার পরে ওটার নারিভুড়ি ওই গুলা কি করতেন ?

উ:ওগুলা মাটিতে পুতে ফেলাতাম বা পশু পাখি কুকুরকে দিয়ে দিতাম।

প্র: কুকুর কে দিয়ে দিতেন। আচ্ছা মুরগি মরে গলে সেগুলা কি করেন ?

উ:মুরগি মরে গেলে দেখি আর কি কি অসুখ হয়ছে। যদি অসুখটা ধরা পরে ওটা দেখে পরে ওটা মাটিতে পুতে ফেলি।

প্র:মাটিতে পুতে না ফেললে কুকুর টুকুরে খায় কুকুর শিয়ালে ?

উ:কুকুর শিয়ালে খায়না। যদি কুকুর শিয়ালের দিয় তাহলে কুকুর শিয়ালে খায়। আর বেশির ভাগ সময়ই মাটিতে পুতে ফেলি আর কি।

প্র:আচ্ছা অনেক জায়গাই শুনি আর কি তুস গুলা মানে বেড যেটা থাকে এইটা মাছের খাবার হিসাবে ব্যবহার হয়। এখানে হয় না সেটা ।

উ:না ওই ভাবে হয় না।

প্র:আপনার কাছে চাইতে আসছে কেউ ?

উ:না চাইতে আসেনাই। এগুলা দিয়া ইয়া কি যেন বলে ঝাড় বানানো হয়।

প্র:ঝাড় মানে বুঝিনায় ?

উ:ঝাড় মানে ওই যে গাছ পালা লাগানো ইয়ে করা হয় না । যেমন লাউ গাছ, লাউ গাছ লাগানো হয় ঝাড় বানায়া ওর মধ্যে রোপন করলে ফলন ভাল হয়।

প্র:তার মানে সবজি ক্ষেতের মধ্যে দিতে হয়।

উ:হ্যা সবজি ক্ষেতের মধ্যে

প্র:জৈব সার হিসাবে।

উ:জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মাছের খাদ্য হিসাবে এখনো ব্যবহার করি নাই।

প্র:তো এই যে এই আপনি বললেন যে এইটা পুকুরে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসেন। এটা তো আপনি ঘরের পাশেও ফেলতে পারতেন না ফেলে পুকুরে ফেলেন কেন ?

উ:ঘরের পাশে ফেললে যে গন্ধটা আছে।

প্র:গন্ধটা আছে।

উ:গন্ধটা আছে । তার পরে জীবানুটা মরে না।

প্র: তো এই যে বাহিরে যে ফেলেন এটাতে কি অন্য প্রাণী বা পশুপাখির সংস্পর্শে আসার কোন সম্ভবনা আছে ?

উ:না না সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা নেই।

প্র:ওই যে পুকুরের ধার দিয়ে অন্য দেশি মুরগি গেল বা এরকম কুকুর টুকুর এগুলার সংস্পর্শে যেতে পারে না?

উ:সংস্পর্শে যায় না।

প্র:আচ্ছা কি একদম পানির ভিতরে ফেলেন ?

উ:হ্যা পানির ভিতরে ফেলায়।

প্র:তো পানির ভিতরে ফেলা কি আপনি মনে করতেছেন এটা ভাল হবে ?

উ: হ্যা

প্র:পরিবেশের জন্য ভাল হবে?

উ:পরিবেশের জন্য ভাল। আর যেহেতু বাড়ির পাশে ফেলি যেন ফার্মে ব্যকটেরিয়া না ঢুকতে পারে সেই জন্য পুকুরের মধ্যে ফেলি।

প্র:তোপানিতে ফেলা কি দূর্গন্ধ তৈরী হয় না এটা?

উ:না এভাবে দূরগন্ধ তৈরী হয় না।

প্র:দূরগন্ধ তৈরী হয় না। ও আচ্ছা এই যে মুরগি পালার ক্ষেত্রে কিছু দিন আগে বর্ষাকালছিলো এখন আদ্রতা একটু কম এই দুই সময়ে ওষুধের কথা বাদদেন পরিচর্যার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য আছে?

উ:হ্যা পরিচর্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে মানে যে বর্ষা কালে যেমন নিচ থেকে স্যাঁত স্যাঁত ভাব হইত এখন হয় না।

----------**(২৫:০৪ মিনিট সম্পন্ন)**----------

প্র:এর জন্য কাজের পার্থক্য কি হয় ?

উ:কাজের পার্থক্য হল শ্রম কম দিতে হয়।

প্র:আগে কি নেড়ে দিতে হত।

উ:হ্যা নেড়ে দিতে হইত। তিন বেলা নেড়ে দিতে হত এখন দুই বেলা নেড়ে দিয়। মাঝে মাঝে একবেলা দিই।

প্র:আচ্ছা খাবার দেন কয় বেলা আর পানি দেন কয় বেলা ?

উ:খাবার তো অলটাইম রাখা হয়।

প্র:সব সময় রাখেন ?

উ: হ্যা।

প্র:তবে তো দিলে তো নিদির্ষ্ট টাইমে দেন ?

উ:হ্যা নিদির্ষ্ট টাইমে দিয়। ৬ ঘন্টা পর পরবা ৫ঘন্টা পর পর এরকম।

প্র:দিনে তিন চার বার খাবার দেওয়া হয়। আর পানি ?

উ:পানি তিনবার দেওয়া হয় সকাল ৬ টা থেকে দুইবার দেওয়া হয়। মানে ঘন্টায় ৪ বার পানি দিয় আর কি। সকাল ৬ টা থেকে ১২টা পযর্ন্ত। ১২টার পরে পানি শেষ হয় পরিমান মত পানি দিই আর কি। ১২ টা থেকে সন্ধা ৬টা পযর্ন্ত, ৬ টা থেকে রাত ১২ টা পযর্ন্ত আর রাত ১২ টা থেকে সকাল ৬ টা পযর্ন্ত।

প্র:পানি দেওয়ার সময় বা খাবার দেওয়ার সময় ট্রেটা বা ফিডারটা কি করেন ?

উ:পরিস্কার করে ধুয়ে নিয়। মানে হাত দিয়া ময়লা গুলা পরিস্কার করে নিই।

প্র: হাত দিয়ে করা হয় না অন্য কিছু ব্যবহার করা হয়?

উ:হাত দিয়ে পরিস্কার করি প্রথমত। একদিন পর পর বা দুই দিন পর পর হুইল আছে না, হুইলের ফাকি দিয়া ঘসে উঠায়ে ফেলি আর কি।

প্র:পরিস্কার করে ধুয়ে দেন ?

উ:হ্যা ধুয়ে দিই।

প্র:এই যে মুরগি হাত দিয়ে ধরতেছেন বা পালতেছেন হ্যা, মুরগি ধরার ক্ষেত্র বা পালার ক্ষেত্রে আপনার নিজের সুরক্ষার জন্য কোন কিছু ব্যবহার করেন কি?

উ:না,সুরক্ষার জন্য কিছুই ব্যবহার করি না।

প্র:বুট, হ্যান্ডগ্লোভ, মাস্ক কিছুই ব্যবহার করেন না?

উ:মাস্ক ব্যবহার করি না তবে খুব কম সময় হ্যান্ডগ্লোভ ব্যবহার করি।

প্র:আপনার কি আছে হ্যান্ডগ্লোভ ?

উ:হ্যা আছে ।

প্র:আপনি কিনছিলেন ?

উ:হ্যা কিনেছিলাম আর কি।

প্র:তাহলে ব্যবহার করতেছেন না কেন ?

উ:করতিছিনা হ্যান্ডগ্লোভ সেই ভাবে ইয়ে করা হয় না।

প্র:কারণ টা কি আসলে ?

উ:কারণটা ওই ভাবে পারি না আর কি

প্র:কাজ করতে অসুবিধা হয় কি?

উ:হ্যা কাজ করতে অসুবিধা হয়। এমনি হাতে ভাল হয় ।

প্র:কমফরটেবল লাগে না ?

উ:হ্যা।

প্র: কখনো ভয় হয় না এটা থেকে আমার শরীরে রোগ অসুখ বিসুখ আসতে পারে?

উ:না এভাবে কোন ভয় হয় না।

প্র: আর জবাই করার সময় কি একদম খালি হাতে জবাই করেন না কি পদ্ধতিটা কি জবাইয়ের ?

উ: খালি হাতে ছুরি দিয়ে জবাই করি।

প্র:আচ্ছা তার পরে নিজেকে সেভ রাখার জন্য আর কিছু করা হয় ?

উ:না সেভ রাখার জন্য আর কিছু করা হয় না। তবে জবাই করার পরে ভাল করে হাত পা ধুয়ে নিই আর কি ।

প্র: ভালকরে বলতে কিভাবে ?

উ: ভাল করে সাবান দিয়ে হাত-পা ধুয়ে নিই।

প্র: সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেন। এই যে গ্লাভ, মার্কস , বুট এই গুলা সম্পর্কে আপনার ধারনা কি ?

উ: এই গুলা সম্পর্কে আমার মতামত আমি যেহেতু ব্যবহার করি নি এগুলা সম্পর্কে এত কিছু জানিনা। তো করলেও হয় না করলেও হয়।

প্র: মানে এতে কোন বাধ্য বাধ্যকতা নেই ?

উ:না বাধ্যতামূলক না।

প্র:আচ্ছা ব্যবহার করছেন যে গ্লোভ ব্যবহার করছেন তাতে কি কি অসুবিধা। একটা বললেন যে কাজ করে সুবিধা হত না। আর ?

উ: কাজ করে সুবিধা হত না। তারপর মনে করেন যে এটাই মনে করেন যে সব চেয়ে বেশি সমস্যা। কাজ করতে

প্র: এগুলা কি পাতলা গ্লাভ ছিলো না মোটা ?

উ: মোটা একটু

প্র: মোটা গ্লাভ?

উ: মোটা না হলে ছিড়ে যায় আর কি।

প্র: আচ্ছা এই যে হাস মুরগি পালতেছেন, এই পালন করার সময় বিভিন্ন কাজ যে করতে হয় এর মধ্যে কোন কোন সময় হাত ধোয়ার কথা মনে হয়। কোন কোন সময় হাত ধুতে হয় ?

উ: কোন কোন সময় হাত ধুতে হয় যেমন খাদ্য দিতে যায় তখন ভাল করে হাত টা ধুয়ে নিয় সাবান দিয়ে।

প্র:দিতে যাবার সময় ?

উ: হ্যা খাদ্য দিতে যাব তখন হাতটা ধুয়ে নিতে হয় সাবান দিয়ে।

প্র:ভাল করে বলতে আসলে কি ?

উ:সাবান দিয়া।

প্র:সাবান দিয়া। প্রতিবারই কি সাবান দিয়া হাত ধুতে হয়?

উ:প্রতিবারই সাবান দিয়া, নিজেরসেফটির জন্য। ফার্মের যেন কোন সমস্যা না হয়

প্র: খাবার দিতে যাওয়ার আগে সাবান দিয়ে ধোন নাকি খাবার দিয়ে এসে সাবান দিয়ে ধোন?

উ: দিতে যাওয়ার আগে সাবান দিয়ে ধুই তার পরে এসেও ঐভাবে সাবান দিয়ে ধোয়া হয় না এমনি ধুই। খালি পানি দিয়ে।

প্র: তাহলে এই দুইটি সময় বললেন সাবান দিয়ে হাত ধোন?

উ: জি

প্র: হাত না ধোয়ার কারণ গুলো কি ? এই বললেন এসে হাত না ধোয়া। হাত না ধোয়ার কারণ গুলো কি?

উ:না ধোয়ার করণ হচ্ছে যে, অনেক সময় অনেক কাজ করি তো হাত ধুয়ে নিলে হাতে তো অনেক সময় অনেক রকম ময়লা আটকায়া থাকে তো হাতটা ভাল ভাবে ধুয়ে নিলে ঐ ময়লাটা পানির মধ্যে, খাদ্যের মধ্যে গেল না।

প্র: সেটা তো সুবিধার জন্য হাত ধোয়ার কারণ। আর হাত না ধোয়ার কারণ টা কি?

উ: হাত না ধোয়ার কারণ না হাত না ধোয়ার কারণটা কি।

প্র: এই যে বলেন এসে আর হাত ধোয়া হয় না। এই হাত না ধোয়ার কারণটা কি আসলে ?

উ:এসে হাত ধোয়াআসলে যে ব্যকটেরিয়াটা জন্য হাতটা ধুইতাম আর কি ব্যকটেরিয়া মুক্ত করে দিলাম আর কি এসে আর হাত দুই না। এক এক সময় ধুই আর এক এক সময় ধুইনা আর কি।

প্র: মানে কোন সময় ধোন আর কোন সময় ধোন না।

উ: পানি দেওয়ার আগে, খাদ্য দেওয়ার আগে হাত ধুই।

----------(৩০:০০ মিনিট সম্পন্ন)----------

প্র: এতো আগে বললেন, আসার পরে?

উ: আসার পরে যখন বেশি লাগে আর কি স্যাঁত স্যাঁতে লাগে তখন হাত ধুই।

প্র: স্যাঁত স্যাঁতে বলতে হাত

উ: ময়লা টয়লা হয়ে থাকে

প্র: মানে একটু বুঝায়ে বলেন আমাকে ?

উ: বুঝায়া কি ভাবে বলব যখন ময়লা টয়লা হয়ে থাকে

প্র: মানে দেখা যায় ময়লা হাতে ময়লা ?

উ: দেখা যায় হাতে ময়লা তখন ধুই আর কি।

প্র: কিভাবে ধোন সেটা ?

উ: সেটা খানি পানি দিয়ে ধুইবা বেশি ময়লা থাকলে সবান দিয়ে ধুয়ে ফেলি ।

প্র: আচ্ছা দেখতে দেখা যায় যে হাতে অনেক ময়লা তখন ধোন ?

উ হ্যা

প্র:আচ্ছা

উ: এমনি তে ধুয় না।

প্র: না ধোয়ার এমনিতে না ধোয়ার কারণ টা কি ?না এটা কি কষ্ট মনে হয় না তাড়াহুড়ার কারণে নাকি অনেক গুলা কারন তো থাকে

উ: হ্যা

প্র: না ধোয়ার কারণ টা কি ?

উ: এই তাড়া হুড়ার কারণে আর কি। অনেক কাজ করত হয়। যেহেতু ফার্মে কাজ করতে হয়, বাড়িতে কাজ করতে হয় ।

প্র: ঐ যে হাত ধোয়ার একটা কারণ বললেন যে হাত কে ব্যকটেরিয়া মুক্ত করে মুরগির খাবার দেওয়া এই জন্য হাত ধোন ?

উ: হু, মানে ব্যকটেরিয়া যেন না লাগে আর কি। খাদ্য বা পানির মধ্যে না লাগে সেই জন্য ইয়া করি আর কি হাত ধুই। পরিস্কার করে হাত ধুয়ে নিই।

প্র: এই যে খাবারের পটগুলা তার পরে এইযে ফিডারগুলা কেন ধুয়া গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন আপনি বা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় কেন আপনার কাছে।

উ: আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় কারণ পানিটা যখন ছয় ঘন্টা থাকে তো বাচ্চা গুলা বিছানার মধ্যে ইয়ে করে আর কি নরম করার জন্য এসলায়। এই এসলানো কারনে ময়লাটা যায়।

প্র: মানে হাত পা দিয়ে এরকম করে?

উ: হ্যা হাত পা দিয়ে নাড়া চাড়া করে, নাড়াচাড়ার কারণে ময়লাটা যায় আর কি। ময়লাটা গেলে আটকায়া থাকে। আর ধুয়ে দিলে ময়লাটা পরিস্কার হয়ে যায়। সেই জন্য আর কি গুরুত্বপূর্ণ বেশি মনে করি। তার পরে হচ্ছে যে

প্র: ফিডার টা যে ধোন মানে যেটা করে খাবার দেন ?

উ: খাবারটা দিয়ে একদিন পর পর আমি আর কি। একদিন পর পর আর কি সকালে যদি পরিস্কার করে দিই মানে খাদ্যটা শেষ ওইটা ঢাইলা দিয়ে পরিস্কার করে দিই কারণ অনেক সয়ম মানে যে মেডিসিনগুলা দেওয়া হয় ঐ গুলা নিচে পড়ে থাকে। ওই গুলা খাইতে পারে না আর কি খাইতে পারে না তাই ওই গুলা পরিস্কার করে দিয় আর ব্যকটেরিয়া যেন সরে যায় আর আবার মেডিসিন নতুন করে। মুরগি নতুন করে খাইতে পারে আর কি।

প্র: ফ্লোরটা যখন পরিস্কার করেন এক ব্যাচ নামানোর পরে তখন বলেন যে প্রথমে পানি দিয়ে ধোন?

উ: হ্যা পানি দিয়ে ধুই।

প্র: তার পরে?

উ: তার পরে মনে করেন যে ময়লা থাকলে ঘসে উঠে ফেলি। তার পরে ময়লা পানি আটকে থাকে তার একদম পরিস্কার করে দিই। পরিস্কার করার পর তিন থেকে চার দিন শুকায়। একদম শুকায় ফেলি শুকায়া ফেলার পর চার থেকে পাঁচ দিনের দিন চুন দিই আর কি।

প্র: আচ্ছা শুধু চুন দেন আর কি অন্য ডিটার্জেন্ট বা অন্য কিছু ব্যবহার করেন না আপনি ?

উ:না অন্যকিছু আমি ব্যবহার করি নাই।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: হইত সামনের ব্যাচ থেকে ব্যবহার করতে হবে আর কি।

প্র: সামনের ব্যাচ থেকে কেন করতে হবে বলে মনে হচ্ছে ?

উ: সামনে ব্যাচ থেকে কেন করব কারণ হচ্ছে যে আমার এই ব্যাচ হচেছ দুই ব্যাচ তো নতুন ফার্ম যেহেতু।

প্র: আচছা এখনো পরিস্কার আছে ?

উ: এখনো পরিস্কার আছে মনে হচ্ছে। কনফার্ম হওয়ার জন্য ডিটার্জেন ব্যবহার করব। যেন ব্যকটেরিয়া গুলা মরে যায় যেন। সেই জন্য

প্র:আচ্ছা ওষুধ গুলা সব কি আপনি ইয়ে থেকে নিয়ে আসেন, শহিদ ডিলারের কাছ থেকে নিয়ে আসেন না অন্য কারো কাছ থেকে নিয়ে আছেন ?

উ:না অন্য কারো কাছ থেকে নিয়ে আসি না।

প্র: শহিদ ডিলারের দোকান তো অনেক দূরে ?

উ: হ্যা অনেক দূরে ছয় কিলো মিটার প্রায়।

প্র: আচ্ছা ওখান থেকে সব নিয়ে আছেন ?

উ:হ্যা

প্র: এছাড়া লোকাল মার্কেটে কোন দোকান এখানে নাই?

উ:না আমাদের এই পাশে লোকাল মার্কেটে দোকান নাই।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা তো এই ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে হে কোন নির্দেশনা আছে কখন কোন ওষুধ দিতে হবে। এরকম কোন গাইড লাইন পাইছেন কিনা আপনি ?

উ: হ্যা পাইছি কিন্তু

প্র: গাইড লাইন কিসের গাইড লাইন। কোথা থেকে পাইছেন ?

উ: ওটা আমি বই থেকে পায়ছি আমি?

প্র: কোন বই এটা ?

উ: কোন বই দেখি নাই আমি । শহিদ মামা ইয়াতে আর কি। মানে আমার ডিলারের ইয়াতে আর কি ।

প্র: আপনার কাছে কি ওই বই আছে ?

উঃ আমার কাছে ওই বইটা নেই। ওটা এক পৃষ্ঠায় সব ৩২দিন না ৩৩ দিন পযর্ন্ত কি কি ওষুধ খাওয়াতে হইব। পর পর তিন দিন

প্রঃ সব লেখা আছে ?

উঃ সব লেখা আছে ওই টা ছবি তোলা আছে আর কি ।

প্রঃ ওইটা ছবি তুলে নিয়ে আসছেন আপনি। তার পর ওটা দেখে দেখে ওষুধ দেন ?

উঃনা ওই ভাবে দে খ দিয় নি কারণ যে গুলা লেখা আছে ওই গুলা খাওয়াইতে গেলে অনেক টাকা লাগে আর কি।

প্রঃ অনেক দামী ওষুধ আর কি ?

উঃ হে হে অনেক খরচ হয়ে যায়।

প্রঃ ওষুধ দিতে শহিদ ডিলারের কাছে ফোন দেন উনি যেটা বলে সেই টা খাওয়ান আর কি।

উঃসেইটা খাওয়া আর কি। যখন যেটা বলে সেইটা খাওয়ায় আর কি।

প্রঃ এই যে ওষুধ খাওয়ানের ক্ষেত্রে একটা দুইটা মুরগি অসুস্থ্য হলে সব গুলা মুরগির ওষুধ দেওয়া হয় আর কি হ্যা ?

উঃ হ্যা

প্রঃ কেন আসলে সব গুলা কে দেন , অসুখ তো হয় আসলে একটা দুইটার আর কি ?

উঃ একটা দুইটার হয়

প্রঃ কোন কারণে আসলে ওষুধ গুলো ব্যবহার করা হয় ? ভীতি বা কোন রকম ইয়ে থেকে কি না ?

----------(৩৫:০৩ মিনিট সম্পন্ন)----------

উঃ একটা দুইটা যখন অসুস্থ্য হয় তখন জানি যে মানে যেহেতু একসাথে থাকতেছে বাচ্চা গুলা। তো সব গুলার মধ্যে অসুখ ছড়ায়া যাওয়ার সম্ভবনা থকে আর কি। যখন সব গুলারে এক সাথে ওষুধ গুলা খাওনো হয় ওই ভয়টা থাকে না আর কি।

প্রঃ আচ্ছা তাহলে একটা ভয় কাজ করে আর কি। ওই ভয়ের জন্য সব গুলারে ওষুধ খাওয়ানো হয় ?

উঃ হে সব গুলার ওষুধ খাওয়ানো হয় ।

প্রঃতো মুরগি পালার ক্ষেত্রে লভবান হওয়ার ক্ষেত্রে কোন জিনিসটা কে কোন কাজটাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। মানে যেমন ধরেন অনেক গুলা বিষয় আছে পোল্ট্রি শেডটা ভাল হওয়া। তার পরে ধরেনমুরগির খাবার ভাল হওয়া । মুরগির বাচ্চা গুলা ভাল হওয়া , ওষুধ দেওয়া এগুলা মধ্যে কোন জিনিসটা বা অন্যকোন ব্যপার থাকে এর মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা মনে করেন ?

উঃআমি মনে করি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল বাচ্চা। বাচ্চা টা যদি সব চাইতে ভাল হয়

প্রঃ মানে ভাল কোয়ালিটির বাচ্চা হয় আর কি?

উঃমানে ভাল কোয়ালিটির বাচ্চা আসে তাহলে লাভবান হওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকে।

প্রঃ এমনি খামারী ওষুধ প্রয়োগের মধ্যে মানে যে কোন ব্যপার থাকে না?

উঃওই গুলা তো পরের ব্যপার। যদি বাচ্চাটা ভাল আসে বা ব্যকটেরিয়া যদি না থাকে বাচ্চাটার মধ্যে তাহলে ওষুধ গুলা তো পরের ব্যপার। বাচ্চাটা যদি সব চাইতে ভাল হয় তাহলে ওষুধের চাইতে বাচ্চাটা আসল।

প্রঃআচ্ছা ভাল বাচ্চাটা হলে ওষুধ কম লাগে?

উঃ ওষুধ কম লাগে আর অসুস্থ্য হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে।

প্র: তো এখানে একটা প্রাণী সম্পদ অফিস আছে হে, এই যে আপনার গোড়াইয়ের দিকে হে। ওখানে কখনো যাওয়া হয়ছিলো ?

উ: আমি একবার গিয়েছিলাম আর কি।

প্র: ওই যে মামার সমস্যার কারণে?

উ:হ্যা মামার সমস্যার কারণে।

প্র: এমনি ওই জায়গা থেকে কোন ধরণের সাপোর্ট আসা করেন। কি করলে ভাল হয় ওনারা কি করলে ভাল হয়। ওনারা কি ধরনের সহযোগীতা করতে পারে ?

উ: যে কোন ধরনের সমস্যা মানে কোন সমস্যা হলে বাচ্চার যদি কোন সমস্যা হয় যদি ফোন দিই তাহলে মানে ফোনে সব কিছু বলে দেয় তার পরে যদি কাজটা না হয় অসুখটা যদি থেকে যায় তহলে নিয়ে যেতে বলে কি কারণে মারা যায়তেছে বাচ্চাটা নিয়ে আছেন দেখি।

প্র: আচ্ছা ওদের কাছ থেকে কি ধরণের সাপোর্ট আসা করেন আপনি?

উ: ওদের কাছ থেকে সাপোর্ট আসা করি যে না ওনারা অনেক ভাল ভাল ডাক্তার যে কোন ধরনের সমস্যা হলে ওনারা সলভ করে দিতে পারবে।

প্র: আচ্ছা এই যে কমার্শিয়াল ডিলার গুলো কাছে যান হে এই যে ডিলারগুলার কাছ থেকে কি কি ধরণের সাপোর্ট পান বা কি কি ধরনের সুবিধা পান ?

উ:সুবিধার মধ্যে হচ্ছে যে আমি যেহেতু এখনো স্টুডেন্ট তো ওই ভাবে টাকা ছিলোনা। তো ঘরটা শুধু দাড় করিয়েছি । ৬০-৬৫ হাজার টাকা লাগছে। তার পরে মনে করেন যে বাচ্চার টাকা যখন বাচ্চা নিয়ে আসছি তখন একটা টাকা দিই নাই।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা পুরাটা বাকিতে আনছেন ?

উ: পুরাটা বাকি আর যে ওষুধ গুলা আনছি সব বাকি। তার পর খাদ্যগুলা বাকিতে।

প্র: এই যে বাকিতে নিয়ে আসছেন এখানে কি ডিলাররা কোন শর্ত দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলো । বাকিতে তুমি যে জিনিস গুলা নিচ্ছ মানে কোন ভরসায় দিয়েছে আপনাকে। কোন শর্ত ছিলো কি না ?

উ:না আমার কাছে ওরকম কোন শর্ত দেয় নাই। তবে শর্তও মধ্যে এরকমি তুমি বাকি নিচ্ছ ঠিক আছে, যদি তোমার ফার্মে কোন সমস্যা হয় আর কি, বাচ্চা মারা যায় আর কি কোন ঝুকি আমার থাকবে না আর কি।

প্র:মানে তারা কোন ঝুকি নিবে না আর কি ?

উ: ঝুকি নিবেনা আর কি । কোন সমস্যা হইলে কোন ঝুকি নিবে না। যদি সব গুলা বাচ্চা মারা যায় উনার যত টাকা আসবে সব পরিশোধ করতে হবে।

প্র: সব টাকা পরিশোধ করতে হবে ?

উ:হ্যা

প্র: আর এরকম কোন শর্ত আছে কি না যে মানে কোন শর্ত তারা দেয় কি না যে এটা করতে হবে যেহেতু আমার কাছে বাকি নিচ্ছ?

উ:না না এরাকম কোন শর্ত দেয় না।

প্র:মুরগি বিক্রির ক্ষেত্রে কোন শর্ত থাকে ?

উ:না আমার কোন শর্ত দেয় নাই ওইভাবে । আমি একবার বলছি প্রথমে পিটিসিতে মুরগি দিব ।

প্র: পিটিসি মানে কি পুলিশ লাইনে

উ:পুলিশ লাইনে। তো ১৫ দিন আগে থেকেই আমার কাছে চায়ে রাখছে ।

প্র: কারা। পিটিসিতে?

উ:পিটিসিতে চাইয়ারাখছে। শহিদ মামা যেহেতু আমার ডিলার তো একটাকাও আমি দিয়নি। তো পরে আমি যে বলছে আগেই তে বলাটা আমি সাহস পায়নাই যে আমি বাকি আনতেছে যেহেতু আমি বাচ্চা দিয়ে দিই

প্র: পিটিসিকে দিয়ে দেন

উ: হ্যা পিটিসিকে দিয়ে দিই ডিলারের যদি না দিয় তাহলে সমস্যা হতে পারে তো সেই জন্য আমি সেই রকম কিছু বলি নাই। তবে বাচ্চা আমি পরবর্তীতে মামার সাথে আলাপ করলাম। মামা তো আগেই অনেক আগে থেকে দুই বছর আগে থেকে বাচ্চা উঠাতেছে। তখন মামারে বললাম যে মামা এই রকম অবস্থা পিটিসিতে তো স্বীকার করছি তো মামা মুরগির জন্য তো আসতেছি। পরে কয় আমি দেখতেছি তুমি বলে দাও মুরগি বিক্রি করা হয়ে গেছে। তো আমি কয় আমি তো নতুন আপনি বলে দেন । আপনি যদি একটু বুঝাতে পারেন। ভয় লাগতেছে। পরে মামা বুঝায়ে বলছে। পরে কয় আচ্ছা সমস্যা নাই। আমি আমার বাচ্চা দিছি তার পরে খাদ্য দিছি তার পরে ওষুধ দিছি ঠিক আছে । যদি তুমি মুরগি বিক্রি কর তাহলে আমার সুবিধা। এই ক্ষেত্রে আমাকে কোন ইয়ে দেয়নাই।

প্র: কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে উনারা চাই যে উনারা বিক্রি করে দিবে। হে আপনি যেমন বললেন যে আপনার ভয় লাগতেছিলো বলতে।

----------(৪০:০৩ মিনিট সম্পন্ন)----------

উ: হ্যা

প্র: তার মানে আপনিও ভাবতেছিলেন যে বাচ্চা উনাদের কাছ থেকে আনছেন উনাদের কাছে বিক্রি করতে হবে ?

উ:হ্যা

প্র: এরকম কোন শর্ত সাপেক্ষ ব্যপার আছে কিনা যে বাকিতে জিনিস পত্র নিলে আসলে উনাদের কাছে মুরগি বিক্রয় করতে হয়। এরা কোন ব্যপার আছে ?

উ:না আমার সাথে এরকম কোন ব্যপার নাই।

প্র: অন্য কোন খামারীদের সাথে ?

উ: সেটা আমি জানি না। আসলে আমি জানিনা। আমার সাথে অনেক ভাল ব্যবহার করে।

প্র: আপনি তাহলে পিটিসিতে বিক্রিকরে উনার বাকি টাকাটা দিয়ে দিছেন ?

উ: হ্যা বাকি টাকাটা দিয়ে দিয়েছি।

প্র: বাকি টাকা দেয়ারপর আপনার হাতে লাভ কত ছিলো?

উ: সব টাকা দেওয়ার পর মানে যে ওষুধ তারপরে বিদুৎ খরচ তারপরে হচ্ছে যে ভূসি আনার খরচ তারপরে সব খরচ মিলায়া ৫ হাজার টাকা ছিলোআর কি।

প্র: পাচঁ হাজার টাকা লাভ হইছিলো?

উ: জি।

প্র: আচ্ছা এই যে আপনি ধরেন প্রথম বার দেন নাই । এবার যে বাচ্চা গুলো আনছেন এবার কি আপনাকে কোন ভাবে বলছে বাচ্চাগুলি আপনাকে তাকে দিতে হবে বা এরকম কিছু?

উ:না এরকম কিছু বলে নাই।

প্র: আপনার মামা যে ব্যবসা করে উনি কি করে মুরগি বিক্রি করে কার কাছে ?

উ: উনি ডিলার কে দেয় বেশি মুরগি বাড়িতে বিক্রি করে ।

প্র: বাড়িতে কিভাবে বিক্রি করে খুচরা বিক্রি করে ?

উ:খুচরা বিক্রি করে।

প্র:খুচরা বিক্রি করে কয়টা। এত মুরগি কিভাবে খুচরা বিক্রি করে?

উ: খুচরা বিক্রি করে মানে গ্রামটা তো অনেক বড় গ্রাম। আদাজানু গ্রাম নিচু এলাকা তো বাজারে আসতে সমস্যা হয় মানুষের।

প্র: ও আচ্ছা আচ্ছা তো ওখান থেকে কিনে নেয় সবাই।

উ: ওই জায়গা থেকে সবাই কিনে নেয় আর কি। কিছু টাকা দোকনের থেকে পাঁচ টাকা দশ টাকা কম দিলে সবাই ওখান থেকে কিনে নেয় আর কি।

প্র: এই যে ডিলারদের কাছে বিক্রি করা আর বাহিরে বিক্রি করা কোনটা বেশি সুবিধাজনক ?

উ: সুবিধা জনক হচ্ছে যে ডিলারের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে যে সুবিধা জনক আছে তারপরে লাভটা কম আসে।

প্র: আচ্ছা লাভটা একটু কম দেয়। আচ্ছা সুবিধাটা কি ??

উ: সুবিধাটা হচ্ছে যে একবারে মুরগিটা নিয়ে ফেলে আর কি।

প্র: আচ্ছা ভাগে ভাগে বিক্রি করতে হয় না?

উ: অনেক সময় নিয়ে বিক্রি করতে হয় না।

প্র: বাজারে ধরেন এবার পিটিসিতে দিছেন কিন্তু পিটিসিতে না দিলে বাইরে বিক্রি করলে ঝামেলা টা কি হইত ?

উ: ঝামেলাটা হল দুইটা একটা করেনিতো খুচরা বিক্রি করলে ।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: দুইটা একটা করে নিতো তার পরে সময় বেশি লাগত।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা যদি দোকানে দিতেন তাহলে ?

উ: দোকানে দিলে তো ওই ভাবে ডিলারই দিয়ে দেয়।

প্র: না যদি ডিলার কে না দিয়ে সরাসরি দোকানে দিতেন। তাহলে কি ওরা কি ক্যাশ পেমেন্ট করত না কিভাবেদিতো?

উ: হ্যা ক্যাশ পেমেন্ট করত।

প্র: ক্যাশে নিত না বাকিতে ?

উ:ক্যাশে, ফার্ম যারা চালাই ওদের কাছ থেকে নিলে ওদের কাছ থেকে নিলে ক্যাশে পেমেন্ট করে আর যদি ডিলারের কাছ থেকে নেয় তাহলে বাকিতে নেয়।

প্র: আচ্ছা তো আপনি এই শহিদ মামার কাছ থেকে আগের বার নিছেন, এবারেও শহিদ মামার কাছ থেকে নিচ্ছেন।

উ:হ্যা

প্র:আপনার কি ডিলার পরিবর্তন করার ইচ্ছা আছে না কি না ডিলারের কাছ থেকে নিবেন ?

উ: আমার কোন ডিলার পরিবর্তন করার ইচ্ছা নেই। কারণ ডিলারটা অনেক ভাল ।

প্র:ভাল, অনেক সহযোগীতা করে ?

উ: হ্যা অনেক সহযোগীতা করে।

প্র: আচ্ছা এগুলা তো সব বকিতে নিচ্ছেন না?

উ: হ্যা সব কিছু বাকিতেই।

প্র: ডিলার আসলে কোনটা বেশি প্রেফার করে। ক্যাশে বিক্রিয় করতে প্রেফার করে না বাকিতে ?

উ:ক্যাশে বিক্রিয় করতে প্রেফার করে বেশি।

প্র: ক্যাশে বিক্রিয় করলে সুবিধা দেয়। ধরেন আপনি একটা জিনিস ক্যাশে কিনলেন আর বাকিতে কিনলেন এই দুই টার মধ্যে

উ: দুইটার মধ্যে ধরেন দামটা একটু আলাদা।

প্র: কেমন?

উ: কেমন মনে করেন যে এই তারিখে বাচ্চর দাম ছিলো আমি যখন বাচ্চা টা উঠালাম ২০ দিন আগে তখন প্রভিটা বাচ্চার দাম ছিলো ২২ টাকা। গায়ে লেখা ছিলো ২২ টাকা কিন্তু বাকি আনার কারণে ধরছে ২৩ টাকা। একটাকা করে বেশি ধরছে।

প্র: একটাকা করে বেশি ধরছে।

উ: তার পরে মনে করেন যে খাদ্য, খাদ্যটা ৫০ টাকা বেশি ধরছে।

প্র: মানে ৫০ টাকা বেশি নেয় আর কি?

উ: ৪০-৫০ টাকা বেশি রাখে।

প্র:পোল্ট্রি ডিলারের সাথে আপনার যে সম্পর্ক। এই সম্পর্কটা কে আপনি কিভাবে দেখেন ?

উ: সম্পর্কটা কে আমি ভালই দেখি।

প্র: ভাল মানে একটু যদি ভেঙ্গে বলেন আমাদেরকে।

উ: সম্পর্কটা অনেক ভাল যেহেতু আমার সাথে ভাল ব্যবহার করতেছে। তার পরে যখন যা চাইতেছি তাই দিতেছে। মানে যে বাকিতে হোক তারপরেও যে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতেছে না। নম্রতার সাথে ব্যবহার করতেছে।

প্র: সম্পর্কটা কি সহযোগীতা পূর্ণ না নির্ভরতার কোনটা ?

উ: নির্ভরতা।

প্র: মানে আপনি উনার উপর অনেক নির্ভরশীল ?

উ: নির্ভরশীল।

প্র: আচ্ছা এই যে কখন কি করতে হবে বা না করতে হবে কিভাবে ওষুধ খাওয়াতে হবে কিভাবে পালন করতে হবে এগুলার ব্যপারে হ্যা ডিলারের কোন ইয়ে আছে কি না মানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার উপরে কোন ভুমিকা পালন করে কিনাবা সিদ্ধান্তকে কোন ভাবে প্রভাবিত করে কিনা?

উ:না ওইভাবে প্রভাবিত করে না।

প্র: ধরেন আপনি এক ভাবে ভাবলেন ডিলার অন্য ভাবে বলল কোন ভাবে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে কিনা এটা জানতে চাচ্ছি?

উ:না না ওভাবে করে না।

প্র: এই যে বাকিতে দিচ্ছে বা ইয়ে করছে । আপনি কখন কি ওষুধ খাওবেন বা না খাওয়াবেন এই বিষয়ে তাদের কোন প্রেসার থাকে কিনা ?

উ:না ওভাবে কোন প্রেসার থাকে না। তার পরেও আপনি ধরেন যে একটা নতুন ওষুধ দিল ওই ওষুধটা কিভাবে খাওয়াতে হয় তা আমি জানি তো ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে কি ভাবে খাওয়াতে হয়।

----------(৪৫:০০ মিনিট সম্পন্ন)----------

প্র:আচছা এরাকম কোন প্রেসার থাকে মুরগি যেহেতু বাকিতে দিছে সে কি চাই না তাড়াতাড়ি মুরগিগুলা বড় হোক তাড়া তাড়ি বিক্রি হোক এই জন্য ওষুধের ব্যপারে ওষুধ খাওয়ানোর ব্যপারে আপনাকে কোন প্রেসার দেয় কি না ?

উ:না ওই ভাবে প্রেসার দেয় না।

প্র: ওরকম কোন প্রেসার বা তাগাদা দেয় না ?

উ:না দেয় না।

প্র:আচ্ছা আল্লাহ না করুক আপনি প্রথম বার যথেষ্ট ভাল ভাবে সাকসেফুল্লি ইয়ে করছেন। আল্লাহ না করুক কখনো যদি লস হয় এই যে বাকিতে যে আনতেছে তখন এগুলা পরিশোধ হয় কি ভাবে।

উ: সেটা পরিশোধ হয় আমার যেহেতু ইয়ে নাই মানে যে হ্যান্ড ক্যাশ নাই পরিশোধ হইতে গেলে মনে করেন যে হয়ত ব্যাংকে থেকে টাকা লোন নিতে হবে না হয় আরেক ব্যাচের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

প্র: মানে আরেক ব্যাচ তার কাছে থেকে বাকিতে এনে পরিশোধ করতে হবে।

উ:হ্যা হ্যা বাকিতে এনে পরিশোধ করার চেষ্টা করতে হবে।

প্র: আচ্ছা ডিলার আপনাকে এন্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়ানোর ব্যপারে কোন রকম ডিরেকশন দেয় বা পরামর্শ দেয় ?

উ : না ওই ভাবে কোন পরামর্শ দেয় না।

প্র:কিন্তু কোন অসুখ বিসুখ হলে তো ডিলাররের কাছে যান ? তখন সে কি বলে এই এন্টিবায়োটিক টা খাওয়া বা এটা এরকম কর ?

উ: হ্যা হ্যা অসুখ বিসুখ হলে ডিলারের কাছে যায় যদি ডিলার না বুঝে তার পরে

প্র: ডিলার কি ফোন করে দেয় না আপনি ফোন করেন ?

উ:ডিলারই মাঝে মাঝে ফোন দেয় আবার আমিও যদি ডিলারে না পায় ব্যস্ত থাকে তার পর আমি নিজেই ফোন দিয়।

প্র:ওটা কি ওষুধ কোম্পানির ওদের কে।

উ:ওষুধ কোম্পানি কি প্রভিটা ফিড

প্র: প্রভিটা ফিডের ডাক্তারের নাম্বার আছে আপনার কাছে?

উ: তার পরে আবার গোড়াইনা কি যেন।

প্র: অফিসে

উ: অফিসে ফোন দেওয়া হয়।

প্র: আচ্ছা এই যে বাকিতে যে কেনেন হে বাকিতে কেনার ক্ষেত্রে মুরগি পালনের ক্ষেত্রে কোন রকম পার্থক্য আছে কি না? ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনলে একরকম ভাবে বাকিতে কিনলে এভাবে পালতে হয়এরকম?

উ:না ওই ভাবে কোন পার্থক্য নেই। ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনলেও যে পরিশ্রম করতে হবে আর বাকি টাকা দিয়ে কিনলেও ওই রকম পরিশ্রম করতে হয়। এর লাভ ভা লস দুইটা নিজেই আর কি। তো দুইটার মধ্যে পরিশ্রম করতে হয় অনেক।

প্র: তো এন্টিবায়োটিক সম্পর্কে আপনার ধারনা কি ?

উ:এন্টিবায়োটিক সম্পর্কে আপনার ধারনা মানে যখন বাচ্চাটা বয়স ১৬- ১৭ দিন আসে তখন যে জিংক আছে জিংকএকটা সিরাপ আছে মানে যে ক্যালসিয়াম ওষুধ ক্যালডিমেক্স ডিএস এগুলা ওজন আসেতে ইয়ে করে আর কি।

প্র: হেল্প করে

উ:হেল্প করে আর কি।

প্র: তো এন্টিবায়োটিক ওষুধ কি কাজে ব্যবহার হয় বা এন্টিবায়োটিক কেন ব্যবহার হয় জানেন আপনি ?

উ: কিছু কিছু জানি তো যেহেতু এক থেকে তিন দিনের সময় ওই কি যেন বলে না শুকানোর জন্য খাওয়ানো। তার পরে পাছায় পানি ধরলে যে ওষুধ খাওয়াতে হয়। পাছায় পানি ধরলে ওষুধ খাওয়াতে হয় তার আগে ওই ওষুধ গুলা খাওয়ানো হয়।

প্র: পাছায় পানি আসলে ওই রোগটা নাম কি ?

উ: রোগটার নাম আসলে আমি জানিনা । ওটা আসলে ঠিক মত ওষুধটা না পড়লে কি একটা ওষুধ যেন আছে এন্টিবায়োটিক ওষুধ আছে ওইটা যদি না খাওয়ান হয় তাহলে পাছায় পানি ধরে।

প্র: তাহলে আপনি কি এন্টিবায়োটিকটাকে একটা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বলে মনে করেন নাকি একটা অপশনাল বিষয় মনে করেন ?

উ: অপশনাল বিষয় না অত্যবশকীয় বিষয় এটা।

প্র: মানে এন্টিবায়োটিক লাগবেই এরকম ব্যপার ?

উ: লাগবেই এরকম ব্যপার।

প্র: এন্টিবায়োটিক টা ভাল না খারাপ কি মনে হয়।

উ: ভালো

প্র: ভালো কি কি কারনে ভাল মনে হয় ?

উ: কি কি কারণে ভাল মনে করেন যে যেহেতু আমার বাচ্চার কোন সমস্যা হইতেছেনা এই এন্টিবায়োটিকটা খাওয়ানো কারনে। মানে ওই যে রোগ জীবাণু দমনে হইতেছে এই জন্য অনেক ভাল।

প্র: এন্টিবায়োটিক খাওনোর কোন অসুবিধা বা ডিসএডভান্টেজ আছে বা কোন ক্ষতিকর দিক আছে ?

উ:না ওরকম কোন ক্ষতিকর দিক নেই।

প্র:কোন ক্ষতিকর দিক এখনো পযর্ন্ত আপনি দেখেন নাই ?

উ: না।

প্র: কারো কাছে শুনছেন ক্ষতিকর দিক আছে ?

উ:না ওরকম কোন কিছু শুনি নাই।

প্র: আচ্ছা এইযে মুরগি পালন করতেছেন এতে কি আপনার কোন শারীরক ডিসকমফোর্ট আছে মনে হয় আপনার । কোন শারীরিক অসুবিধা বা কোন রকম অসুখ বিসুখের কারন হিসাবে আপনি মনে করেন। যেহেতু মুরগি পালন করেন । আমার এই শারীরীক সমস্যা হচ্ছে বা আমার এই অসুস্থতা সমস্যা হচ্ছে ?ওরকম কোন ব্যপার আছে ?

উ:না ওরকম কোন ব্যপার নাই।

প্র: অসুখ বিসুখের সাথে মুরগি পালনের কোন সম্পর্ক নাই ?

উ:না নাই ।

প্র: আচ্ছা ঠিক আছে সিফাত অনেক ধন্যবাদ , অনেক লম্বা সময় কথা বললাম। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

উ: আচ্ছা ঠিক আছে।

সর্বমোট০০:৪৯:২৩

_____X_____